# পার্টির কর্মরীতি সংশোধন করুন

## মাও সে-তুঙ

(চীন বিপ্লবের রূপকার, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড মাও-সে-তুঙ
চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই ভাষণ
১ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

# পার্টির কর্মরীতি সংশোধন করুন

## কমরেড মাও সে-তুঙ

(চীন বিপ্লবের রূপকার, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই ভাষণ দিয়েছিলেন ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

পার্টি স্কুল আজ উদ্বোধন হচ্ছে এবং আমি এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের পার্টির কর্মরীতির সমস্যা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। কেন একটি বিপ্লবী পার্টি থাকতেই হবে? বিপ্লবী পার্টি অবশ্যই থাকতে হবে, কারণ দুনিয়াতে যারা জনগণের শত্রু আছে এবং যারা জনগণের উপর নির্যাতন চালায়— এই শত্রুর নির্যাতনকে উচ্ছেদ করতে চায় জনগণ। সে জন্য, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যুগে দরকার একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি। এমন একটি পার্টি ছাড়া জনগণের পক্ষে শত্রুর নির্যাতনকে উচ্ছেদ করা একেবারে অসম্ভব। আমরা কমিউনিস্ট, আমরা চাই শত্রুকে উৎখাত করার কাজে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে। আর সেই জন্য আমাদের বাহিনীকে অবশ্যই উপযুক্ত শঙ্খলার মধ্যে থাকতে হবে, আমাদের অবশ্যই সংহত পদক্ষেপে এগোতে হবে, আমাদের সৈন্যদের অবশ্যই বাছাই করা সৈন্য হতে হবে এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র হতে হবে উত্তম। এসব শর্ত ছাড়া শত্রুকে উৎখাত করতে পারা যায় না।

আমাদের পার্টি বর্তমানে কোন সমস্যার সম্মুখীন? পার্টির সাধারণ লাইনটি সঠিক এবং সে ব্যাপারে কোনও সমস্যা নেই। আর পার্টির কাজকর্ম ফলপ্রসূ হয়েছে। পার্টির রয়েছে কয়েক লক্ষ সভ্য, যারা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই, এটা সবার কাছেই স্পষ্ট।

তাহলে আমাদের পার্টির সামনে এখন কি কোনও সমস্যা নেই? আমি বলছি, সমস্যা রয়েছে এবং এক বিশেষ অর্থে সমস্যাটি বেশ গুরুতর।

সমস্যাটা কী? এটা সত্য যে, আমাদের কিছু সংখ্যক কমরেডের মনে এমন কিছু জিনিস আছে যা সম্পূর্ণরূপে ঠিক নয় এবং যথাযথও নয়। অন্য কথায়, আমাদের অধ্যয়ন-রীতিতে, পার্টির ভেতরের ও বাইরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতিতে

এবং আমাদের লেখবার ভঙ্গিতে এখনও কিছু ত্রুটি আছে। অধ্যয়ন-রীতিতে কিছু ত্রুটি বলতে আমরা মনগড়া ধারণার (subjectivism) দ্বারা চলবার ব্যাধির কথা বোঝাই। আমাদের পার্টি সম্পর্কের রীতিতে কিছু ত্রুটি থাকা বলতে আমরা সংকীর্ণতাবাদের (sectarianism) ব্যাধির কথা বোঝাই। লেখবার ভঙ্গির ব্যাপারে কিছু ত্রুটি বলতে আমরা বোঝাই একঘেয়ে (monotonous) পার্টি রচনার ব্যাধির কথা। এ সবগুলি সঠিক নয়, এগুলি হল দুষিত বাতাস। কিন্তু যে উত্তুরে শীতের হাওয়া সমগ্র আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধেয়ে চলে, এটা তার মতো নয়। মনগড়া ধারণা, সংকীর্ণতাবাদ ও একঘেয়ে পার্টি রচনা এখন আর প্রধান ধারা নয়, বরং তা হল বিপরীতমুখী হাওয়ার ক্ষণিক ঝাপটা, বিমান হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত সুড়ঙ্গ থেকে নির্গত দুষিত বাতাসের মতো। (হাস্য)

যাই হোক, পার্টির মধ্যে এমন সব বাতাস এখনও পর্যন্ত বইছে যেটা খারাপ জিনিস। যে সব পথ দিয়ে এগুলি নির্গত হচ্ছে সেগুলির মুখ আমাদের অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। এইসব পথ বন্ধ করবার দায়িত্ব আমাদের সমগ্র পার্টিকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটা পার্টি স্কুলের দায়িত্বও বটে। এই তিনটি দুষিত বাতাস হ'ল— মনগড়া ধারণা, সংকীর্ণতাবাদ ও একঘেয়ে পার্টি রচনা। যদিও সমগ্র পার্টিতে এগুলি প্রধান নয়, তবুও তা এখনও প্রতিনিয়ত সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং আমাদের জর্জরিত করছে। সেজন্য এগুলি প্রতিরোধ করা দরকার। সেগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

অধ্যয়ন রীতিকে সংশোধন করার জন্য মনগড়া ধারণার দ্বারা চলবার ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই কর, পার্টি-সম্পর্কের রীতিকে সংশোধন করার জন্য সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং লেখবার ভঙ্গি সংশোধন করার জন্য একঘেয়ে পার্টি রচনার বিরুদ্ধে লড়াই কর — এই হচ্ছে আমাদের সামনে করণীয় কাজ।

শত্রুকে উৎখাত করার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের অবশ্যই পার্টির অভ্যন্তরে প্রচলিত এই কর্মরীতিকে সংশোধন করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। অধ্যয়নরীতি এবং লেখবার ভঙ্গিও হলো পার্টির কর্মরীতির অন্তর্ভুক্ত। একবার আমাদের পার্টির কর্মরীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হয়ে উঠলে সমগ্র দেশের জনগণ আমাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিখবে। পার্টি বহির্ভূত যে সব লোকেদের একই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ কর্মরীতি রয়েছে, তারা যদি ভাল ও সৎ লোক হয় তবে তারাও আমাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিখবে এবং নিজেদের ভুল-ত্রুটি শুধরে নেবে। আর এইভাবে সমগ্র জাতি প্রভাবিত হবে। আমাদের কমিউনিস্ট বাহিনী উপযুক্ত শৃঙ্খলার অবস্থায় থাকলে এবং সংহত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে, আমাদের সৈন্যরা বাছাই করা সৈন্য হলে এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তম অস্ত্রশস্ত্র হলে যে কোনও শত্রুকে— তা সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে উৎখাত করতে পারা যায়।

আমি এখন মনগড়া ধারণার দ্বারা চলবার ঝোঁক সম্পর্কে আলোচনা করব। সাবজেক্টিভিসম এক ধরনের ভ্রান্ত অধ্যয়ন-রীতি, এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী এবং তা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে খাপ খায় না। আমরা যে অধ্যয়ন-রীতি চাই তা হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রীতি। আমরা যাকে অধ্যয়ন-রীতি বলি তাতে কেবল স্কুলে অনুসৃত অধ্যয়ন-রীতি বোঝায় না, বরং তা হল সমগ্র পার্টির অনুসৃত অধ্যয়ন-রীতি। এটা আমাদের নেতৃস্থানীয় সংগঠনগুলির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ক্যাডার ও পার্টি সদস্যের চিন্তার পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আমাদের মনোভাব, কাজকর্মের প্রতি পার্টির সকল কমরেডের মনোভাব সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন। কাজেই এটা বস্তুত প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।

অনেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু ঘোলাটে ধারণা প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাত্ত্বিক কাকে বলব, বুদ্ধিজীবী কাকে বলব এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগ সাধন বলতেই বা কী বোঝায় সে সম্পর্কে ঘোলাটে ধারণা আছে।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করা যাক, আমাদের পার্টির তত্ত্বগত স্তরটি উন্নত না অনুন্নত মানের? সম্প্রতি আরও বেশি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনার অনুবাদ করা হয়েছে এবং আরও বেশি সংখ্যক লোকজন সেগুলি পড়ছে। এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু সেজন্যই কি আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মানটির প্রভূত উন্নতি ঘটেছে? এটা ঠিক, এখন এই মানটি পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে। কিন্তু চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর সাথে আমাদের তাত্ত্বিক ফ্রন্টের বিরাট ব্যবধান আছে এবং এ দুটোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, তাত্ত্বিক দিকটি অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের তত্ত্ব এখনও আমাদের বিপ্লবের অনুশীলনের সাথে তাল রাখতে পারছে না। তত্ত্বের উচিত অনুশীলনকে পরিচালিত করা, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কথা উঠছেই না। এখনও আমরা আমাদের সমৃদ্ধ অনুশীলনকে উপযুক্ত তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করতে পারি নি। এখনও আমরা বিপ্লবী অনুশীলনের সমস্ত সমস্যাকে, বা এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকেও, পরীক্ষা করে দেখি নি এবং সেগুলিকে একটি তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করি নি। একবার ভাবুন তো আমাদের মধ্যে কয়জন এমন রয়েছে যারা চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক বিষয় ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে,

যেগুলিকে বিজ্ঞান সম্মত ও সুদূরপ্রসারী বলে মনে করা যায় এবং যেগুলি স্থূল ও ভাসাভাসা নয়? বিশেষ করে অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে। আফিম যুদ্ধের পর থেকে এযাবৎ একশো বছর ধরে চীনে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু তবুও এখনও এমন একটাও তত্ত্বগত রচনা প্রকাশ করা হয়নি যা চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং যা যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত। চীনের অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনার কথা ধরা যাক। আমরা কি বলতে পারি এ ব্যাপারে তত্ত্বগত মানটি এখন উন্নত? আমরা কি বলতে পারি যে, ইতিমধ্যেই আমাদের পার্টিতে অর্থনৈতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নামের তাত্ত্বিক রয়েছে? নিশ্চয়ই পারি না। আমরা বহু সংখ্যক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বই পড়েছি, কিন্তু তাতে কি আমরা দাবি করতে পারি যে আমাদের অনেক তাত্ত্বিক রয়েছে? না, তা পারি না। কেননা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী বাস্তবতা হতে আহরিত সাধারণ সিদ্ধান্ত। আমরা যদি কেবল তাঁদের রচনাবলীই পড়ি অথচ তাঁদের তত্ত্বের আলোকে চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তবতাকে পর্যালোচনা করার জন্য অগ্রসর না হই কিংবা চীনের বিপ্লবী অনুশীলনকে সতর্কতা সহকারে তত্ত্ব দিয়ে আগাগোড়া বিচার করার কোনও প্রচেষ্টা না চালাই তাহলে নিজেদের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতা দেখানো আমাদের উচিত নয়। বস্তুত তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য নিতান্তই সামান্য। যদি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আমরা চীনের সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি না দিই এবং কেবল যদি মার্কসবাদী রচনাবলী হতে বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত ও নীতিগুলি মুখস্থ করি, তাহলে আমাদের সাফল্য আসতে পারে না। একজন লোক যদি কেবল মার্কসবাদী অর্থশাস্ত্র বা দর্শনকে মুখস্থ করে প্রথম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত অনর্গল আউড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই না করতে পারে এবং সে যদি সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে একেবারেই অসমর্থ হয়, তাহলে তাকে কি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বলে মনে করা যায়? না, তা যায় না। আমাদের কোন ধরনের তাত্ত্বিকের প্রয়োজন? আমরা সেই ধরনের তাত্ত্বিক চাই যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিহাস ও বিপ্লবের গতিপথে উদ্ভূত বাস্তব সমস্যাবলীকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্যার বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দান করতে পারে। এই ধরনের তাত্ত্বিকই আমরা চাই। যে কেউ এই ধরনের একজন তাত্ত্বিক হতে চাইলে তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সারবস্তু, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি এবং ঔপনিবেশিক বিপ্লব ও চীন বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্বগুলি যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে হবে। তাকে অবশ্যই চীনের বাস্তব সমস্যাবলীর সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে এবং এইসব সমস্যাবলীর বিকাশের নিয়মাবলী আবিষ্কার করতে সমর্থ হতে হবে। আসলে আমাদের এই ধরনের তাত্ত্বিকই দরকার।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এখন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতিকে চীনের ইতিহাস, চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামরিক বিষয় ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সুবিবেচিত গবেষণার মধ্যে কী ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কী ভাবে উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সমস্যাকে বাস্তবভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তারপর তত্ত্বগত সিদ্ধান্তটি টানতে হবে—সেগুলি শেখার জন্য আমাদের কমরেডদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এটা একটা দায়িত্ব, এ দায়িত্ব আমাদের অবশ্যই বহন করতে হবে।

পার্টি স্কুলে কর্মরত আমাদের কমরেডদের মার্কসবাদী তত্ত্বকে একটা নিষ্প্রাণ অন্ধ মতবাদ বলে মনে করলে চলবে না। মার্কসবাদী তত্ত্বকে গভীরভাবে আয়ত্ত করা ও তার প্রয়োগ করা উচিত। তাকে গভীরভাবে আয়ত্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে প্রয়োগ করা। যদি আপনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বা দুটি বাস্তব সমস্যার ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাহলে আপনি প্রশংসা পাবার যোগ্য এবং কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন বলে মনে করা যায়। যত বেশি, ব্যাপক ও গভীরভাবে আপনি তা করবেন, আপনার সাফল্য ততই বৃহত্তর হয়ে উঠবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের পর ছাত্ররা চীনের সমস্যাবলীকে কী ভাবে দেখে; মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে তারা সমস্যাবলীকে স্পষ্ট করে দেখে কি না, কিংবা আদৌ দেখে কি না, সে অনুযায়ী ছাত্রদের ভাল ও খারাপ এই দুই ভাগে ভাগ করার জন্য আমাদের পার্টি স্কুলকে নিয়ম বেঁধে দিতে হবে।

এরপর ''বুদ্ধিজীবীদের'' প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশ হওয়ায় এবং তার সংস্কৃতি সুবিকশিত নয় বলে বুদ্ধিজীবীরা আমাদের এক বিশেষ সম্পদ। বুদ্ধিজীবী সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দুই বছর আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের আমাদের দলে টানতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিপ্লবী ও জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাতে হবে। আমাদের পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের মর্যাদা দেওয়াটা পুরোপুরি সঠিক,

কারণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের বাদ দিয়ে বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। আমরা সবাই জানি যে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা নিজেদের খুবই বিদ্বান বলে কল্পনা করেন এবং বিদ্বান হবার ভাণ করে বেড়ান। তাঁরা বোঝেন না যে এমন ভাণ করে বেড়ানো বাজে ও ক্ষতিকর জিনিস এবং এটা তাঁদের নিজেদের প্রগতিকে বাধা দেয়। এই সত্যটি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত হতে হবে। আসলে তুলনামূলক ভাবে বলতে গেলে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই একেবারে অজ্ঞ এবং অন্যদিকে তাঁরা যা জানেন তার চেয়ে শ্রমিক-কৃষকরাও অনেক সময় বেশি জানেন। এখানে কেউ কেউ বলবেন, 'দূর! তুমি বিষয়গুলি ওলট পালট করে ফেলছ, আর বাজে বকছ'। (হাস্য) কিন্তু কমরেডস! উত্তেজিত হবেন না, আমি যা বলছি তার মধ্যে কিছু অর্থ রয়েছে।

জ্ঞান বলতে কী বোঝায়? শ্রেণিবিভক্ত সমাজ উদ্ভবের পর থেকে বিশ্বে দুই ধরনের জ্ঞান দেখতে পাওয়া যায়, উৎপাদন সংক্রান্ত সংগ্রামের জ্ঞান ও শ্রেণিসংগ্রামের জ্ঞান। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান হল এই দুই ধরনের জ্ঞানের সংঘবদ্ধ রূপ এবং দর্শন হল প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের সংশ্লেষণ ও সারসংকলন। এ ছাড়া অন্য কোনও রকমের জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে কি? না, নেই। এখন সমাজের বাস্তব কার্যকলাপ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যেসব স্কুলে শিক্ষাদান করা হয় সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু কিছু ছাত্রদের দিকে তাকানো যাক। তাদের সম্পর্কে কী বলা যায়? একজন লোক এই ধরনের এক প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করে একই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে স্নাতক হয় এবং সে একগাদা বিদ্যা অর্জন করেছে বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সে যা শিখল সে সবই কেতাবি বিদ্যা। সে এ পর্যন্ত কোনও রকমের বাস্তব কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেনি বা সে যা শিখেছে তা জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেনি। এমন একজন লোককে কি সম্পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা চলে? আমার মতে তেমন মনে করা দুরূহ। কেন না তার জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। কোন জ্ঞানটি তাহলে তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ? তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ সব জ্ঞানই দুটি পর্যায়ে অর্জিত হয়। প্রথম পর্যায়টি হল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, দ্বিতীয়টি হল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান। দ্বিতীয়টি হল প্রথমটির উচ্চতর পর্যায়ের বিকাশ। ছাত্রদের কেতাবি বিদ্যা কোন ধরনের জ্ঞান? তাদের সমস্ত জ্ঞানকে সত্য বলে ধরে নিলেও তা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মারফত অর্জিত জ্ঞান নয়, বরং তা হল সেইসব তত্ত্ব যা তাদের পূর্বসূরীরা উৎপাদন-সংগ্রামের ও শ্রেণি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে গিয়ে সংগ্রহ করেছিল। এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করা ছাত্রদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। তবে এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের পক্ষে এমন ধরনের জ্ঞান এক অর্থে এখনও একপেশে, কারণ এই জ্ঞানের সত্যতা অন্যরা প্রমাণ করেছে, তারা নিজেরা তা এখনও প্রমাণ করেনি। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল জীবনে ও বাস্তব কর্মধারায় এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করার কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। যাদের কেবল কেতাবি বিদ্যা রয়েছে কিন্তু এপর্যন্ত বাস্তবতার সাথে যাদের কোনও সম্পর্ক ঘটে নি, তাদের এবং সামান্য বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারীদের আমি বলতে চাই যে, তারা যেন তাদের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে এবং আরও একটু বিনয়ী হয়।

যাদের কেবল কেতাবি বিদ্যা রয়েছে তাদের কীভাবে সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করা যায়? তার একমাত্র উপায় হল বাস্তব কর্মে তাদের অংশ গ্রহণ করানো এবং তাদের উপযুক্ত কর্মীতে পরিণত করা। তত্ত্বগত কাজকর্মে যারা নিয়োজিত তাদের দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা করানো। এই ভাবেই আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

আমি যা বললাম তাতে কেউ কেউ সম্ভবতঃ ক্ষিপ্ত হয়ে যেত পারেন। তারা বলবেন, 'আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী এমনকি মার্কসকেও একজন বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা যায় না'। আমি বলি, তারা একেবারেই ভুল। মার্কস বিপ্লবী আন্দোলনের অনুশীলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিপ্লবী তত্ত্বও সৃষ্টি করেছিলেন। পুঁজিবাদের সবচেয়ে প্রাথমিক যে উপাদান পণ্য, সেই পণ্য থেকে শুরু করে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন পণ্য দেখছে ও সেগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু তাতে তারা এত অভ্যস্ত যে, তারা সেগুলিকে লক্ষও করেনি। মার্কস একাই বিজ্ঞানসম্মতভাবে পণ্যসামগ্রীর গবেষণা করেছিলেন। তিনি এগুলির সত্যিকার বিকাশ সম্পর্কে গভীর গবেষণামূলক কাজ সম্পন্ন করেন এবং সার্বজনীনভাবে বর্তমান পণ্য সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রকৃতি, ইতিহাস ও সর্বহারা বিপ্লব সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন এবং সৃষ্টি করেছিলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব। এইভাবে মার্কস সবচেয়ে পরিপূর্ণ রূপে বিকাশপ্রাপ্ত একজন বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন মানবীয় প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ রূপের প্রতিনিধি। যাদের কেবল কেতাবি বিদ্যা রয়েছে তাদের থেকে তিনি ছিলেন মৌলিকভাবে আলাদা। বাস্তব সংগ্রামের মধ্যে মার্কস এক বিশদ তদন্ত ও গবেষণা চালিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন সাধারণ সূত্র, আর তারপর বাস্তব সংগ্রামের

মধ্যে সেগুলিকে যাচাই করে তাঁর সিদ্ধান্ত সমূহের সত্যাসত্য প্রমাণ করেছিলেন — এটাকেই আমরা বলি তত্ত্বগত কাজ। এমন সব কাজ কী ভাবে করতে হয় তা শিখবে। এ ধরনের বিপুল সংখ্যক কমরেডদের আমাদের পার্টির দরকার। আমাদের পার্টির মধ্যে এমন বহু কমরেড রয়েছে যারা এই ধরনের তত্ত্বগত গবেষণার কাজ শিখতে পারে। এদের অধিকাংশই বুদ্ধিমান ও প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন এবং এদের আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। তবে, তাদের অবশ্যই সঠিক নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং অতীতের ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। তাদের অবশ্যই মতান্ধতাবাদ (dogmatism) পরিত্যাগ করতে হবে এবং বইপত্রে লেখার ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধকে দূর করতে হবে।

এই পৃথিবীতে কেবল এক ধরনের প্রকৃত তত্ত্বই রয়েছে। এটা সেই তত্ত্ব যা বিষয়নিষ্ঠ বাস্তবতা হতে গৃহীত ও বিষয়নিষ্ঠ বাস্তবতার দ্বারা পরীক্ষিত। অন্য আর কিছুই আমাদের কাছে তত্ত্ব নামটির উপযুক্ত নয়। স্তালিন বলেছিলেন যে, অনুশীলনের সাথে তত্ত্বের সম্পর্ক যুক্ত না হলে তত্ত্ব উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যহীন তত্ত্ব হল অকেজো ও মিথ্যা এবং সেটাকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে। যারা উদ্দেশ্যহীন তত্ত্ব কপচাতে ভালবাসে, অবজ্ঞার সাথে তাদের চিনিয়ে দিতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল সবচেয়ে সঠিক, বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক সত্য, বিষয়নিষ্ঠ বাস্তবতার মধ্যে থেকেই তার জন্ম, আর বিষয়নিষ্ঠ বাস্তবতার দ্বারাই তা পরীক্ষিত। কিন্তু যারা মার্কবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করে তাদের মধ্যে অনেকেই এটাকে নিষ্প্রাণ ও বদ্ধ মতবাদ বলে গণ্য করে। এইভাবে তারা তত্ত্বের বিকাশে বাধা দেয় এবং নিজেদের ও অন্যান্য কমরেডদেরও ক্ষতি করে।

একথা ঠিক যে, আমাদের যেসব কমরেড বাস্তব কর্মে নিয়োজিত তারা যদি তাদের অভিজ্ঞতার অপব্যবহার করে তবে তারাও ভুল করবে। এ কথা ঠিক যে, এইসব লোকগুলি প্রায়ই প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং যে অভিজ্ঞতাগুলি খুবই মূল্যবান। কিন্তু কেবল নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই যদি তারা তুষ্ট থাকে তবে তা হবে খুবই মারাত্মক। তাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়লব্ধ ও আংশিক এবং তাদের যুক্তিসিদ্ধ ও সর্বাত্মক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অন্য কথায় তাদের তত্ত্বের অভাব রয়েছে এবং তাদের জ্ঞানও তুলনামূলকভাবে অসম্পূর্ণ। তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া বিপ্লবের কাজ ভালভাবে চালানো অসম্ভব।

অতএব এই দুই ধরনের অসম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। একটি হল বইপত্র থেকে সংগৃহীত জ্ঞান এবং অন্যটি হল সেই ধরনের জ্ঞান যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়লব্ধ ও আংশিক। এই উভয় জ্ঞানই একপেশে। কেবল এ দুটোর সংযোগ সাধনের মধ্য দিয়ে সঠিক ও তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

তবে তত্ত্ব অধ্যয়ন করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণি থেকে আগত আমাদের ক্যাডারদের প্রথমে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এটা ছাড়া তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব শিখতে পারবে না। এটা অর্জন করার পর তারা যে কোনও সময় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে পারে। আমার ছেলেবেলায় আমি কখনও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী স্কুলে পড়িনি এবং আমাকে কেবল এসব কথাই শেখানো হয়েছিল যে, 'গুরু বললেন, শেখ এবং যা শিখেছ তা অনবরত চর্চা করার মধ্যেই আনন্দ পাও'। শিক্ষা দেওয়ার এই বিষয়টি সেকেলে হলেও এটা আমার কিছু উপকার করেছে, কেননা এ থেকেই আমি পড়তে শিখেছিলাম। আজকাল আমরা আর প্রাচীন কনফুসিয় সাহিত্য অধ্যয়ন করি না, বরং আধুনিক চীনা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাথমিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতো নতুন বিষয়াবলী পড়ি। এ বিষয়গুলি একবার শিখতে পারলে সর্বত্রই কাজে লাগে। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এখন জোরগলায় দাবি করছে যে, আমাদের যে ক্যাডাররা শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণি থেকে আসছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে হবে। কারণ তা করার পর তারা অধ্যয়নের যে কোনও শাখা — যথা রাজনীতি, সমরবিজ্ঞান বা অর্থনীতি বেছে নিতে পারবে। তা না হলে তাদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তারা কখনও তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে সমর্থ হবে না। এর অর্থ হল সাবজেক্টিভিসমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আমাদের অবশ্যই এই দুই ধরনের লোকজনদের প্রত্যেককে যে যে-ব্যাপারে দুর্বল সে-ব্যাপারে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে এবং প্রত্যেককে অন্য ধরনটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে। যাদের কেতাবি বিদ্যা রয়েছে তাদের অবশ্যই অনুশীলনের দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হতে হবে। কেবলমাত্র এই ভাবেই তারা আর বইপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং মতান্ধতাবাদী ভুলত্রুটি করা থেকে তারা বিরত হবে। কাজে যারা অভিজ্ঞ, তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের অধ্যয়ন করতে হবে এবং গুরুত্ব সহকারে পড়াশুনা করতেই হবে। শুধুমাত্র তা হলেই তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে এবং নূতন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে এবং তাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হবে। কেবল তখনই তারা তাদের আংশিক অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীন সত্য বলে ভুল করবে না এবং অভিজ্ঞতাবাদের ভুল এড়িয়ে যেতে পারবে। মতান্ধতাবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ এ দুটোই হল

সাবজেক্টইসম, যদিও তা ভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত।

কাজেই আমাদের পার্টির মধ্যে মতান্ধতাবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ — এই দুই ধরনের মনগড়া ধারণা নিয়ে চলার অভ্যাস রয়েছে। এই যে দুই ধরন, তা কেবলমাত্র আংশিকভাবে দেখে, সমগ্রকে দেখে না। লোকজন যদি সতর্কতা অবলম্বন না করে এবং এই একপেশে ব্যাপারটার ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি না বোঝে এবং তাকে পরিহার করতে সচেষ্ট না হয়, তাহলে তারা বিপথে যেতে বাধ্য।

কিন্তু এই দুই ধরনের মনগড়া ধারণার দ্বারা চলবার ঝোঁকের মধ্যে এখনও আমাদের পার্টিতে মতান্ধতাবাদের বিপদই বেশি। কেননা, মতান্ধতাবাদীরা সহজেই মার্কসবাদী ছদ্মবেশ গ্রহণ করে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণি থেকে আগত ক্যাডারদের ভাঁওতা দিতে পারে, তাদের চিত্ত জয় করতে পারে ও তাদের অনুগত সেবক বানাতে পারে। আর এই ক্যাডাররা সহজে তাদের আসল রূপ ধরতে পারে না। মতান্ধতাবাদীরা সরলমনা তরুণদের ধাপ্পা দিতে ও ফাঁদে ফেলতেও পারে। আমরা যদি মতান্ধতাবাদকে পরিহার করি, তাহলে কেতাবি বিদ্যাসম্পন্ন ক্যাডাররা স্বেচ্ছায় অভিজ্ঞ ক্যাডারদের সাথে যোগ দেবে এবং বাস্তব বিষয়াবলীর গবেষণায় মনোযোগ দেবে। আর তখন তত্ত্বের সাথে অভিজ্ঞতার সমণ্বয় ঘটাতে পারবে এবং এমন অনেক ভাল ভাল কর্মী ও কিছু সত্যিকারের তাত্ত্বিকও জন্মলাভ করবে। আমরা যদি মতান্ধতাবাদ পরিহার করি তাহলে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কমরেডরা তাদের অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যাপারে যোগ্য শিক্ষক পাবে এবং এইভাবে তারা অভিজ্ঞতাবাদী ভুলত্রুটি পরিহার করতে পারবে।

'তত্ত্ববিদ' ও 'বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে ঘোলাটে ধারণা ছাড়াও বহু কমরেডদের মধ্যে 'তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগ সাধন' সম্পর্কে ঘোলাটে ধারণা প্রচলিত আছে। যদিও 'তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগ সাধন' কথাটি সর্বক্ষণ তাদের মুখে লেগেই আছে। তারা অবিরত 'সংযোগসাধন' সম্পর্কে বলছে। কিন্তু আসলে তাদের মাথায় 'পৃথক করার' কথাই ঘোরে। কারণ তারা সংযোগ সাধনের কোনও চেষ্টাই করে না। চীন বিপ্লবের অনুশীলনের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে কী ভাবে সংযুক্ত করতে হবে? সাধারণ ভাষায় বলা যায়, ''লক্ষ্য বস্তুতে তীর নিক্ষেপ''-এর মতো এই সংযোগ। লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে তীরের যে সম্পর্ক, চীন বিপ্লবের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরও সেই সম্পর্ক। কোনও কোনও কমরেড কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবেই তীর ছুঁড়ছে, এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ছে এবং এই ধরনের লোক বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারে। অন্যরা কেবল তীরটির গায়ে আদর করে হাত বুলাচ্ছে আর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলছে, 'তীরটি কি চমৎকার! তীরটি কি চমৎকার'। কিন্তু কখনও তারা সেই তীর ছুঁড়তে চায় না। তারা কেবল দুর্লভ বস্তুর সমঝদার লোক এবং কার্যত বিপ্লবের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তীরটিকে চীন বিপ্লবের লক্ষ্য বস্তুর প্রতি অবশ্যই ছুঁড়তে হবে। এই বিষয়টি স্পষ্ট না হলে আমাদের পার্টির তত্ত্বগত স্তরটি কখনো উন্নীত করা যাবে না এবং চীন বিপ্লব কখনও জয়লাভ করতে পারবে না।

আমাদের কমরেডদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমরা যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করি তা জাহির করবার জন্য নয় এবং এ ব্যাপারে যে কোনও রকমের রহস্য আছে তার জন্যও নয়। বরং তা কেবল এ জন্যই করি যে, এটা হল বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান সর্বহারার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনার বিশেষ বিশেষ উদ্ধৃতি তৈরি যা সর্বরোগহর ধণ্বন্তরি বটিকার মতো একবার লাভ করতে পারলে সব রোগের সহজেই নিরাময় ঘটবে বলে মনে করে, এমন লোকের সংখ্যা এখনও কিছু কম নয়। এই সব লোক শিশুসুলভ অজ্ঞতা দেখায় এবং এদের জ্ঞানের আলোক আমাদের দিতে হবে। ঠিক এইসব অজ্ঞ লোকই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে একটা ধর্মীয় আপ্তবাক্যের মতো মনে করে। তাদের আমাদের সাফ সাফ বলতে হবে, 'তোমাদের আপ্তবাক্য নিরর্থক'। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বার বার উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের মতবাদ একটা আপ্তবাক্য নয়, বরং তা হল কর্মের পথনির্দেশক। কিন্তু এইসব লোক মহত্তম, বস্তুত চরম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি ভুলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে। চীনা কমিউনিস্টরা কেবল তখনই তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগ সাধন করেছে বলে বিবেচিত হবে, যখন তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি এবং চীন বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে দক্ষতা দেখাবে। সাথে সাথে যখন চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃজনশীল তত্ত্বগত কাজ সম্পন্ন করবে। তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগ সাধন সম্পর্কে আসলে কোনও কিছু না করে সে সম্পর্কে কেবল বকবক করলে কোনও কাজ হবে না। এমনকি কেউ যদি একশো বছর ধরে বকবক করেই চলে তাহলেও কিছু হবে না। সমস্যার প্রতি মনগড়া ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করতে হলে আমাদের অবশ্যই মতান্ধতাবাদী, মনগড়া ধারণার দ্বারা চলবার ঝোঁক ও একদেশদর্শিতার বিনাশ ঘটাতেই হবে। সমগ্র পার্টির মধ্যে অধ্যয়ন-রীতি সংশোধন করার জন্য মনগড়া

ধারণার দ্বারা চলবার ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে বক্তব্য আজ এখানেই শেষ করছি।

আমি এখন সংকীর্ণতাবাদসম্পর্কে বলতে চাই। বিশ বছর ধরে পোড় খেয়ে ইস্পাতদৃঢ় হবার ফলে আমাদের পার্টিতে আজ আর সংকীর্ণতাবাদের প্রাধান্য নেই। তবে সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ সমূহ এখনও পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও বহিঃসম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকগুলি পার্টির ভেতরকার কমরেডদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং পার্টির অভ্যন্তরে ঐক্য ও সংহতিকে বাধা দেয়। অন্যদিকে বহিঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকগুলি পার্টি বহির্ভূত লোকজনদের কাছ থেকে পার্টিকে আলাদা করে ফেলে এবং সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে পার্টির কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এই অশুভ ব্যাপারটাকে উভয় দিক থেকে নির্মূল করেই কেবল পার্টি সকল কমরেডকে ও আমাদের দেশের সমস্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান কর্তব্য পালনে অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

পার্টির অভ্যন্তরে সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ সমূহ কী কী? সেগুলি প্রধানতঃ হল এই রকম— প্রথমত, 'স্বতন্ত্রতার' দাবি তোলা। কোনও কোনও কমরেড কেবলমাত্র আংশিক স্বার্থকে দেখে, সমগ্রের স্বার্থকে দেখে না। সমগ্র কর্মধারার যে অংশটির জন্য তারা দায়ী সেই অংশটির উপরই তারা বিশেষভাবে অযথা গুরুত্ব দেয় এবং সমগ্রের স্বার্থকে তারা সবসময় তাদের নিজেদের অংশের স্বার্থের অধীন করে ফেলতে চায়। পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ব্যবস্থাটি তারা বোঝে না। তারা এটা উপলব্ধি করে না যে, কমিউনিস্ট পার্টির শুধু গণতন্ত্রের প্রয়োজন নয়, তার চেয়েও তার বেশি প্রয়োজন হল কেন্দ্রীকতা। তারা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ব্যবস্থাটি ভুলে যায়। যে ব্যবস্থা অনুযায়ী আনুগত্যের ভিত হ'ল সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি, নিম্নতর স্তরের উচ্চতর স্তরের প্রতি, অংশের সমগ্রের প্রতি এবং সমগ্র পার্টির্র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি। চাং কুও-খাও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে তার 'স্বতন্ত্রতার' দাবি তুলেছিল এবং এর ফলে সে নিজেকেই পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণ করে এবং কুওমিনতাঙের একজন দালাল হয়ে ওঠে। যে সংকীর্ণতাবাদ সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করছি, যদিও তা এই রকমের চরম গুরুতর একটা সমস্যা নয়। তাহলেও এখনও আমাদের অবশ্যই এর বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে এবং অনৈক্যের সমস্ত রকম ক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে। কমরেডদেরও সমগ্রের স্বার্থকে বিবেচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। প্রতিটি পার্টি সদস্যকে কাজের প্রতিটি শাখাকে এবং প্রতিটি কথা ও কাজকে অবশ্যই সমগ্র পার্টির স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে; এই নীতির লংঘন একেবারেই অনুমোদনযোগ্য নয়।

এই ধরনের 'স্বতন্ত্রতার' দাবিদাররা সাধারণত 'আমিই প্রথম'— এই নীতির সঙ্গে গাঁট-ছড়ায় আবদ্ধ এবং তারা ব্যক্তি বিশেষ ও পার্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে সাধারণত ভুল করে থাকে। তারা যদিও মুখে পার্টিকে সম্মান করে, কিন্তু কার্যত তারা প্রথমে স্থান দেয় নিজেকে এবং পার্টিকে দেয় দ্বিতীয় স্থান। এই ধরনের লোক কীসের ধান্দায় ঘুরছে? তারা খ্যাতি, পদ ও আত্মপ্রচারের পেছনে ঘুরছে। কাজের কোনও একটা অংশের দায়িত্ব তাদের দিলে তারা নিজেদের 'স্বতন্ত্রতার' দাবি তোলে। এই উদ্দেশ্যে তারা কিছু লোককে পক্ষে টেনে আনে আর কিছু লোককে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখে, এবং কমরেডদের মধ্যে হাম-বড়াই, তোষামোদ ও দালালির মানসিকতা আমদানি করে। এইভাবে তারা বুর্জোয়াশ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির অমার্জিত রীতিনীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসে। তাদের অসততাই তাদের জন্য নিয়ে আসে দুঃখ-দুর্দশা। আমি মনে করি আমাদের সৎভাবে কাজ করা উচিত, কারণ পৃথিবীতে কোনও কাজ সম্পন্ন করতে হলে সৎ মনোভাব ছাড়া তা করা একেবারেই অসম্ভব।

সৎ ব্যক্তি কারা? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন হলেন সৎলোক এবং বিজ্ঞানীরা সৎ। অসৎ লোক কারা? ট্রটস্কী, বুখারিন, ছেন তু-সিউ ও চাং কুও-থাও হলেন চরম অসৎ লোক। আর যারা ব্যক্তিগত ও উপদলীয় স্বার্থের খাতিরে 'স্বতন্ত্রতার' দাবি তুলছে তারাও অসৎ। সমস্ত ধূর্ত লোক, যাদের কাজকর্মের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই এবং নিজেদেরকে যারা সমর্থ ও চালাক বলে কল্পনা করে তারা আসলে সবচেয়ে নির্বোধ এবং তাদের পরিণতি ভাল হয় না। আমাদের পার্টি স্কুলের ছাত্রদের অবশ্যই এই সমস্যাটির প্রতি মনোযাগ দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই একটা কেন্দ্রীভুত, ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়ে তুলতে হবে এবং নীতিজ্ঞানহীন সমস্ত উপদলীয় কোন্দলকে সম্পূর্ণরূপে সাফ করে ফেলতে হবে। আমাদের অবশ্যই ব্যক্তিবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যাতে আমাদের সমগ্র পার্টি সংহত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে এবং একটি সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে সমর্থ হয়।

বহিরাগত ক্যাডার ও স্থানীয় ক্যাডারদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বহিরাগত ও স্থানীয় ক্যাডারদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রতি খুবই সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা অষ্টম রুট বাহিনী ও

নতুন চতুর্থ বাহিনী এসে পৌঁছবার পরই কেবল বহু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করা গেছে। বহিরাগত ক্যাডারদের আগমনের পরই কেবল স্থানীয় অনেক কাজকর্মে অগ্রগতি ঘটেছে। আমাদের কমরেডদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এইসব অবস্থায় আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলিকে সুদৃঢ় করা এবং আমাদের পার্টির পক্ষে সেখানে ঘাঁটি গাড়া কেবল তখনই সম্ভব যখন দুই ধরনের ক্যাডাররা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং যখন ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় ক্যাডার গড়ে উঠবে ও উন্নীত হবে। অন্যথায় তা অসম্ভব। বহিরাগত ও স্থানীয় উভয় ক্যাডারদেরই শক্তিশালী ও দুর্বল দিক রয়েছে। কোনও রকমের অগ্রগতি সাধন করতে হলে এই ক্যাডারদের অবশ্যই অন্যের শক্তিশালী দিকগুলি থেকে শিক্ষালাভ করে নিজেদের দুর্বল দিকগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে। বহিরাগত ক্যাডাররা সাধারণতঃ স্থানীয় অবস্থার সাথে মিশে যাবার ব্যাপারে ও জনসাধারণের সাথে একাত্মতার ব্যাপারে স্থানীয় ক্যাডারদের সমকক্ষ নয়। আমার কথাই ধরুন। আমি যদিও পাঁচ বা ছয় বছর ধরে উত্তর সেনসিতে রয়েছি তবুও স্থানীয় অবস্থাবলী বোঝা ও সেখানকার জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে আমি স্থানীয় কমরেডদের থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছি। আমাদের যে সব কমরেড শানসি, হোপেই, শানতোং ও অন্যান্য প্রদেশে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় যাচ্ছে তাদের অবশ্যই এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তাছাড়া, এমনকি একই ঘাঁটি এলাকার অভ্যন্তরে কোনও একটি অঞ্চলের স্থানীয় ক্যাডারদের সঙ্গে সেই অঞ্চলের বহিরাগত ক্যাডারদের পার্থক্য সৃষ্টি হয়; এর কারণ হল, কোনও কোনও অঞ্চলের অগ্রগতি আগে ঘটে এবং অন্যান্যগুলির অগ্রগতি পরে ঘটে। যে সব ক্যাডার অধিকতর অগ্রসর অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর অঞ্চলে আসে তাদের সেই অঞ্চলের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্যাডারদের উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে সব স্থানে বহিরাগত ক্যাডাররা দায়িত্বে অধিষ্ঠিত, তাদের সাথে স্থানীয় ক্যাডারদের সম্পর্ক যদি ভাল না হয়, তাহলে বহিরাগত ক্যাডাররাই প্রধানতঃ দায়ী হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কমরেডদের এই দায়িত্ব অধিকাংশ বহন করা উচিত। কোনও কোনও স্থানে এই সমস্যাটির প্রতি যতটা নজর দেওয়া হয়েছে তা এখনও খুবই অপর্যাপ্ত। কেউ কেউ স্থানীয় কমরেডদের অবজ্ঞা করে এবং তাদের বিদ্রুপ করে বলে, 'এইসব স্থানীয় ক্যাডাররা কী জানে? যত সব চাষার দল'। এইসব লোক স্থানীয় ক্যাডারদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় তারা স্থানীয় ক্যাডারদের শক্তিশালী দিকগুলি সম্পর্কে যেমন খবর রাখে না, তেমনি নিজেদের দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কেও খবর রাখে না এবং তারা এক ভ্রান্ত, সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব নিয়ে চলে। বহিরাগত সমস্ত ক্যাডারকে অবশ্যই স্থানীয় ক্যাডারদের যত্ন নিতে হবে এবং তাদের অবিরত সাহায্য করতে হবে। তাদের বিদ্রুপ বা আক্রমণ করা কখনওই চলবে না। অবশ্য স্থানীয় ক্যাডারদেরও বহিরাগত ক্যাডারদের শক্তিশালী দিকগুলি থেকে শিখতে হবে এবং অসংগত ও সংকীর্ণ ধারণা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। যাতে তারা 'তাদের' ও 'আমাদের' এই রকম কোনও পার্থক্য না রেখে বহিরাগত ক্যাডারদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এইভাবে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক পরিহার করে।

সেনাবাহিনীতে কর্মরত ক্যাডার এবং কোনও অঞ্চলে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডারদের সম্পর্কেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। তাদের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকগুলির বিরোধিতা করতে হবে। সেনাবাহিনীতে কর্মরত ক্যাডারদের অবশ্যই স্থানীয় ক্যাডারদের সাহায্য করতে হবে এবং এ কথাটা বিপরীত দিক থেকেও সত্য। তাদের মধ্যে যদি সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়, তাহলে পরস্পর মিলে উপযুক্ত আত্মসমালোচনা করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে সব স্থানে সেনাবাহিনীর ক্যাডাররা প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের পদে রয়েছে, তাদের সাথে যদি স্থানীয় ক্যাডারদের সম্পর্ক ভাল না হয় তবে তাদেরকেই প্রধান দায়িত্ব বহন করতে হবে। যখন সেনাবাহিনীর ক্যাডাররা তাদের দায়িত্ব বুঝবে এবং স্থানীয় ক্যাডারদের প্রতি বিনয়ের মনোভাব গ্রহণ করবে, তখনই কেবল এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যেতে পারে; আর এই অবস্থা সৃষ্টি হলে আমাদের ঘাঁটি এলাকায় যুদ্ধ প্রচেষ্টার ও গঠনকার্যের সহজ অগ্রগতি সম্ভব হবে।

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওই একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের অবশ্যই স্বার্থপর বিভাগীয়তাবাদী ঝোঁকের বিরোধিতা করতে হবে। এই ঝোঁকের দ্বারা শুধু নিজের বিভাগের স্বার্থেরই যত্ন নেওয়া হয়, অপরের কথা চিন্তা করা হয় না। যে অন্যের বাধাবিপত্তির প্রতি উদাসীন থাকে, অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও অধস্তন ক্যাডারদের অন্য বিভাগে যেতে দিতে অস্বীকার করে অথবা কেবল নিম্নমানের যোগ্যতা সম্পন্ন ক্যাডারদেরই অন্যত্র পাঠায়, 'প্রতিবেশির জমিকে তার বাড়তি জল নিষ্কাশনের নালি হিসেবে ব্যবহার করে' এবং অন্যান্য বিভাগ, অঞ্চল বা মানুষের জন্য মোটেও ভাবে না—সেই হচ্ছে স্বার্থপর বিভাগীয়তাবাদী, যে কমিউনিজমের ভাব-মানস একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। সমগ্রের প্রতি অমনোযোগী থাকা এবং অন্যান্য বিভাগ, অঞ্চল ও লোকের প্রতি যত্নহীন থাকাই হচ্ছে স্বার্থপর বিভাগীয়তাবাদীর বৈশিষ্ট্য।

এই ধরনের লোকদের শিক্ষাদানের কাজ আমাদের অবশ্যই জোরদার করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, স্বার্থপর বিভাগীয়তাবাদ হলো একটা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক এবং যদি একে বাড়তে দেওয়া হয় তাহলে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

আরেকটি সমস্যা হল পুরনো ও নতুন ক্যাডারদের মধ্যকার সম্পর্ক। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের পার্টির বিরাট শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে এবং বহু সংখ্যক নতুন ক্যাডারের সৃষ্টি হয়েছে। এটা খুবই ভাল কথা। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্তালিন তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন, ''...পুরনো ক্যাডারদের সংখ্যা কখনও যথেষ্ট হয় না, প্রয়োজনের তুলনায় এরা খুবই অল্প এবং প্রকৃতির নিয়মের ক্রিয়ার ফলে ইতিমধ্যেই এদের একটা অংশ অসমর্থ হয়ে যাচ্ছে''। এখানে তিনি ক্যাডার পরিস্থিতি সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন, নিছক প্রকৃতির নিয়মের কথা নয়। যদি আমাদের পার্টিতে এমন অনেক বেশি সংখ্যক নতুন ক্যাডার না থাকে, যারা পুরনো ক্যাডারদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে, তাহলে আমাদের কাজ থেমে যাবে। সে জন্য সমস্ত পুরানো ক্যাডারদের পরম উৎসাহের সঙ্গে নতুন ক্যাডারদের স্বাগত জানাতে হবে, তাদের প্রতি পরম যত্ন নিতে হবে। একথা ঠিক যে, নতুন ক্যাডারদের ত্রুটি রয়েছে। বিপ্লবে তারা যোগ দিয়েছে বেশি দিন হয়নি। তাদের অভিজ্ঞতার অভাব আছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপরিহার্য ভাবেই পুরনো সমাজের অস্বাস্থ্যকর মতাদর্শের ধ্বংসাবশেষ সঙ্গে করে এনেছে, যা হল—পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির ব্যক্তিবাদী চিন্তাধারার অবশেষ। কিন্তু বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে এই সব ত্রুটি ক্রমে ক্রমে দূর করা যেতে পারে। স্তালিন যেমন বলেছেন, 'তাদের সদগুণ হচ্ছে— যা কিছু নতুন সেসব বিষয়ের প্রতি তারা তীব্রভাবে সংবেদনশীল'। সে জন্য অত্যন্ত বেশি উদ্যমশীল ও সক্রিয়। যে সব গুণের অভাব কোনও কোনও পুরনো ক্যাডারদের থাকে। নতুন ও পুরনো ক্যাডারদের পরস্পরকে সম্মান করা, পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, এবং পরস্পরের সদগুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ত্রুটি দূর করা উচিত। যাতে তারা সম্পূর্ণ এক হয়ে এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারে এবং সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁককে ঠেকাতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে সব স্থানে প্রধানত পুরনো ক্যাডাররাই নেতৃত্বে রয়েছে, তাদের সাথে নতুন ক্যাডারদের সম্পর্ক যদি ভাল না হয় তাহলে তাদেরকেই প্রধান দায়িত্ব বহন করতে হবে।

উপরের আলোচিত সম্পর্কগুলি অর্থাৎ অংশ ও সমগ্রের মধ্যকার সম্পর্ক, ব্যক্তি ও পার্টির মধ্যকার সম্পর্ক, বহিরাগত ও স্থানীয় ক্যাডারদের মধ্যকার সম্পর্ক, সেনাবাহিনীর ক্যাডার ও সেই অঞ্চলে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডারদের মধ্যকার সম্পর্ক, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যকার সম্পর্ক, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার সম্পর্ক, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যকার সম্পর্ক এবং পুরানো ও নতুন ক্যাডারদের মধ্যকার সম্পর্ক — এই সমস্ত সম্পর্কগুলিই হচ্ছে পার্টির ভেতরকার সম্পর্ক। এই সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে কমিউনিজমের ভাব-মানস বাড়িয়ে তোলা ও সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, যাতে আমাদের পার্টি সুশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে, সংহত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় এবং এই পথে সঠিকভাবে লড়াই করার শক্তি অর্জন করতে পারে। এটা একটা গুরুতর সমস্যা। পার্টির কর্মরীতি সংশোধন করার কাজে আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে এই সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। সাংগঠনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদ হল মনগড়া ধারণারই একটা রূপ। আমরা যদি মনগড়া ধারণার ঝোঁকের হাত থেকে রেহাই পেতে এবং বাস্তব অবস্থা থেকে সত্য অনুসন্ধানের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবমানসকে বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই পার্টি থেকে সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ সমূহকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলতে হবে এবং ব্যক্তিগত ও উপদলীয় স্বার্থের উপরে পার্টির স্বার্থকে স্থান দেবার নীতি অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে পার্টি পূর্ণ সংহতি ও ঐক্য অর্জন করতে পারবে।

সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ সমূহকে পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক থেকে যেমন উচ্ছেদ করতে হবে, তেমনি পার্টির বহিঃসম্পর্ক থেকেও তা করতে হবে। এর কারণ হল, আমরা কেবল সমগ্র পার্টির কমরেডদের একতাবদ্ধ করেই শত্রুকে পরাজিত করতে পারি না। দেশজুড়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেই আমরা শত্রুকে পরাজিত করতে পারি। বিশ বছর ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে বিরাট ও কঠিন দায়িত্ব পালন করেছে। প্রতিরোধ যুদ্ধ বেধে ওঠার পর থেকে এই কাজে তার সাফল্য এমন কি অতীতে অর্জিত সাফল্যের চাইতেও বিরাট। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের সব কমরেডই জনগণের সাথে আচরণের একটি সঠিক পদ্ধতি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে এবং তারা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক থেকে মুক্ত হয়েছে। না, তা নয়। বাস্তবিক পক্ষে, কিছু সংখ্যক কমরেডের মধ্যে এখনো সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের অস্তিত্ব আছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা অতি গুরুতর পরিমাণে রয়েছে। আমাদের অনেক কমরেড পার্টিবহির্ভূত লোকজনদের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাতব্বরি করার প্রবণতা দেখায়, তাদের

ছোট মনে করে, তাদের অবজ্ঞা করে, কিংবা তাদের সম্মান করতে বা তাদের শক্তিশালী দিকগুলিকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে অস্বীকার করে। এটা বাস্তবিকই একটা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক। গুটিকয়েক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কেতাব পড়ার পর এই সব কমরেড আরও বিনয়ী হবার বদলে আরও উদ্ধত প্রকৃতির হয়ে ওঠে। তাদের নিজেদের জ্ঞান যে অর্ধপক্ক সেটা উপলব্ধি না করেই তারা অন্যান্যদের অনিবার্যভাবে অকর্মা বলে বাতিল করে দেয়। আমাদের কমরেডদের অবশ্যই এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে, পার্টিবহির্ভূত লোকজনদের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা সবসময়ই সংখ্যালঘু। ধরা যাক, প্রতি একশো লোকের মধ্যে একজন হল কমিউনিস্ট, তাহলে চীনের ৪৫ কোটি লোক সংখ্যার মধ্যে কমিউনিস্ট হবে ৪৫ লক্ষ। তাছাড়া আমাদের সদস্য সংখ্যা যদি এই বিপুল অঙ্কে গিয়ে ঠেকে তবুও কমিউনিস্টরা সমগ্র লোক সংখ্যার শতকরা মাত্র একভাগ। অন্যদিকে শতকরা ৯৯ ভাগ হচ্ছে পার্টিবহির্ভূত জনগণ। তাহলে পার্টিবহির্ভূত লোকজনদের সাথে সহযোগিতা না করার কী যুক্তি আমাদের থাকতে পারে? যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক বা যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে পারে, তাদের ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য হল— তাদের সাথে সহযোগিতা করা এবং তাদের বাদ দেওয়ার অধিকার আমাদের একেবারেই নেই। কিন্তু কোনও কোনও পার্টি সদস্য এটা বোঝে না। যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তাদের অবজ্ঞা করে, এমনকি তাদের বাদ দেয়। এরকম করার মোটেই কোনও যুক্তি নেই। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের কাছ থেকে কি আমরা এমন কোন যুক্তি পাই? তা, পাই না। বিপরীত পক্ষে তাঁরা আমাদের জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে সব সময়ই আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন। কিংবা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে কি আমরা এ ধরনের কোনও যুক্তি পাই? না, পাই না। তার সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে এমন একটি প্রস্তাবও নেই যাতে বলা হয়েছে যে, আমরা জনগণ হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং এইভাবে নিজেদের একঘরে করে ফেলতে পারি। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় কমিটি সবসময় আমাদের জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং তাদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলতে বলেছে। কাজেই জনগণ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, এমন কোনও কাজের মোটেই কোনও যৌক্তিকতা নেই,— আমাদের কোনও কোনও কমরেড নিজেরাই যেসব সংকীর্ণতাবাদী বিকৃত ধারণার জন্ম দিয়েছে এটা কেবল তারই ক্ষতিকর ফলশ্রুতি। এইভাবে আমাদের কোনও কোনও কমরেডের মধ্যে সংকীর্ণতাবাদ খুবই গুরুতররূপে বর্তমান এবং পার্টি লাইনের প্রয়োগকে এটা এখনও বাধা দিচ্ছে। কাজেই এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য পার্টির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা অভিযান আমাদের চালাতে হবে। সর্বোপরী এই সমস্যাটি যে কত গুরুতর এবং পার্টি সদস্যরা পার্টি বহির্ভূত ক্যাডার ও পার্টি বহির্ভূত জনসাধারণের সাথে ঐক্যবদ্ধ না হলে শত্রুকে উৎখাত করা ও বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জন করা যে একেবারেই অসম্ভব সে সম্পর্কে আমাদের ক্যাডারদের সঠিক উপলব্ধি করাতে হবে।

সমস্ত সংকীর্ণতাবাদী ধারণা হল নিজের মনগড়া ধারণা যা বিপ্লবের যথার্থ প্রয়োজনের সাথে তা খাপ খায় না। কাজেই সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মনগড়া ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই সাথে চালাতে হবে। একঘেয়ে পার্টি রচনার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করার মতো সময় আজ নেই। অন্য একটি সভায় সেটা আমি আলোচনা করব। একঘেয়ে পার্টি রচনা হল আবর্জনার বাহক। এটা মনগড়া ধারণা ও সংকীর্ণতাবাদের প্রকাশের একটি রূপ। এটা জনগণের অনিষ্ট সাধন করে ও বিপ্লবের ক্ষতি করে। তাই আমাদের অবশ্যই এটাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলতে হবে।

মনগড়া ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আমাদের অবশ্যই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রচার করতে হবে। কিন্তু আমাদের পার্টিতে বহু কমরেড আছে যারা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রচারের উপর জোর দেয় না। কোনও কোনও কমরেড মনগড়া ধারণার প্রচারকে সহ্য করে এবং শান্ত মনে প্রচারকের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা মনে করে যে এরা তো মার্কসবাদে বিশ্বাসী। তারা মনগড়া ধারণার জঞ্জালের কথা যখন শোনে বা পড়ে তখন সে সম্পর্কে তারা চিন্তাভাবনা করে না বা কোনও মতামত প্রকাশ করে না। এটা একজন কমিউনিস্টের মনোভাব হওয়া উচিত নয়। এটা আমাদের বহু কমরেডকে এই ধ্যান-ধারণার দ্বারা কলুষিত হতে সুযোগ দেয়, যে ধ্যানধারণা তাদের সংবেদনশীলতাকে ভোঁতা করে দেয়। অতএব মনগড়া ধারণা ও মতান্ধতাবাদী কুয়াশা থেকে আমাদের কমরেডদের মনকে মুক্ত করার জন্য পার্টির ভেতর আমাদের এক জ্ঞানচর্চার অভিযান চালাতে হবে। মনগড়া ধারণা, সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা ও একঘেয়ে পার্টি রচনাকে বর্জন করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। এই ক্ষতিকর বিষয়গুলি জাপানি পণ্যদ্রব্যের মতো, কেননা কেবল আমাদের শত্রুরাই চায় যে, আমরা যেন এগুলি সংরক্ষণ করি এবং এগুলি নিয়ে খুব বেশি করে চর্চা করি। অতএব আমাদের এগুলির বিরুদ্ধে বর্জনের অভিযান চালাবার কথা বলতে হবে, ঠিক যেমন আমরা জাপানি পণ্য দ্রব্য বর্জন করি, তেমনি,

মনগড়া ধারণা, সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা ও একঘেয়েপার্টি রচনার সমস্ত পণ্যকে আমাদের বর্জন করতে হবে। এগুলির চলনকে অসম্ভব করে তুলতে হবে এবং পার্টির তত্ত্বগত স্তরটির নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে এইসব পণ্যের কারবারীরা যে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাবে, তা হতে দেওয়া চলবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের কমরেডদের অবশ্যই তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে হবে, তাদের সবকিছু যাচাই করতে হবে। এই সবগুলিকে স্বাগত জানাবে, না বর্জন করবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাদেরকে ভাল ও খারাপের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। যে কোনও বিষয়েই কমিউনিস্টদের অবশ্যই কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। নিজের মাথা খাটিয়ে বিস্তারিতভাবে ভাবতে হবে যে বিষয়টা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে কি না এবং প্রকৃতই তা যুক্তিসঙ্গত কি না। অন্ধ ভাবে অনুসরণ করা ও দাসসুলভ মনোবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া কোনও মতেই উচিত নয়।

সবশেষে, মনগড়া ধারণা, সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা ও একঘেয়ে পার্টি রচনার বিরোধিতা করার সময় আমাদের অবশ্যই দুটি উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে, প্রথমটা হচ্ছে 'ভবিষ্যতের ভুল এড়াবার জন্য অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা'। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, 'রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রোগ সারানো'। কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। অতীতের খারাপ জিনিসকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতের কাজ আরও সতর্কতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে, 'ভবিষ্যতের ভুল এড়াবার জন্য অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার অর্থ'। কিন্তু আমাদের ভুল উদঘাটন করার ও ত্রুটির সমালোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই চিকিৎসকের মতো যিনি 'রোগীর চিকিৎসা করেন সম্পূর্ণভাবে রোগীকে বাঁচানোর জন্যই'— তাকে মেরে ফেলার জন্য নয়। উপাঙ্গের প্রদাহ রোগে আক্রান্ত রোগীর উপাঙ্গটি চিকিৎসক যদি কেটে বাদ দেন তখনই রোগী বাঁচে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও লোক ভুল করে চিকিৎসার ভয়ে তার রোগ গোপন না রাখে, কিংবা ভুল করতে করতে চিকিৎসার বাইরে চলে না যায়, এবং সে সততা ও নিষ্ঠার সাথে রোগমুক্ত হতে চায় এবং ভুল শোধরাতে ইচ্ছুক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উচিত তাকে স্বাগত জানানো ও তার রোগ সারানো। যাতে সে একজন ভাল কমরেড হয়ে উঠতে পারে। যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং তার প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করি, তাহলে আমরা কখনও সফল হব না। মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসায় কখনও রুক্ষ ও বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় বরং 'রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রোগ সারানো'র মনোভাব অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত', শুধু এটাই হচ্ছে নির্ভুল ও ফলপ্রদ পদ্ধতি।

আমি আজ পার্টি স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অনেকগুলি কথা বললাম, আশা করি আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে কমরেডরা ভেবে দেখবেন।